সমকাল

তারিখ 04 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

# সরস্বতী পূজা ও জগন্নাথ হল

সংস্কৃতি | অধ্যাপক ড. অসীম সরকার

প্রাধ্যক্ষ, জগন্নাথ হল
চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সরস্বতী বিদ্যার দেবী। সরস্বতী নদীরূপা এবং দেবতারূপা। প্রাচীনকালে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল। আর্যরা এই নদীকূলে দীর্ঘকাল বাস করেছে। তাদের কাছে সেই নদী হয়ে গেছে মাতৃরূপা, দেবীরূপা। ধীরে ধীরে সেই নদীরূপা, মাতৃরূপা দেবী হয়েছেন 'সরস্বতী'। সরস্বতী বাগ্‌দেবী। বাক্-এর স্তুতি দেখা যায় ব্রাহ্মণসাহিত্যে। আরও পরে তিনি হয়েছেন বাক্-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বাগ্‌দেবী। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নানা ভাবনায় আজকের সরস্বতীর রূপ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সরস্বতী পূজা করে। হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ধর্মের বিশ্বাস বহুধা বিসারী। ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু ঈশ্বরকে উপলব্ধি ও ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর নানা পথ আছে। কোনো পথযাত্রীর পথকে বিঘ্নিত না করে যে কেউ যে কোনো পথে সেখানে পৌঁছতে পারে। এ পথের স্বাধীনতা অন্তহীন।

হিন্দুরা ঈশ্বরকে নানারূপে নানাভাবে ভেবেছে। হিন্দুধর্ম-দর্শনের প্রদর্শকরা এই ভাবনার কথা বলেছেন। নিরাকার ঈশ্বর যেমন সত্য, সাকার ঈশ্বরও সত্য। সাকার ঈশ্বরই বিভিন্ন দেব-দেবী। সাকার ঈশ্বরই পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি, বিভিন্ন শক্তি। সমগ্র ঐশ্বর্য, শক্তির রূপে তাকে দেখা যায় দশভুজা দুর্গায়। ধনসম্পদের দেবীরূপে তিনি লক্ষ্মী। আর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তিনি পূজিতা সরস্বতীতে। যাবতীয় বিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলা তথা সব নান্দনিক সৌন্দর্য-মাধুর্যের দেবী সরস্বতী।

সরস্বতীর মতো এমন মাধুর্যময়ী দেবী বিরল। অনেক দেব-দেবীর কাহিনীতে ক্রুদ্ধ হওয়া, অভিশাপ দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু সরস্বতী সবার প্রতি প্রসন্নবদনা। তিনি সবাইকে আশীর্বাদ করেন। সরস্বতীর সমগ্র অবয়বের মধ্যে আছে মুক্তির তথা আলোর বার্তা, অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার কথা। তার গাত্রবর্ণ শুভ্র, তার বসার আসন শ্বেত পদ্ম এবং বাহন শ্বেত হংস। শুভ্রতা সাত্ত্বিক গুণের প্রতীক। এটাই বিদ্যার বর্ণ। শুভ্রতা সব অন্ধকার, মালিন্য দূর করে। শুভ্রতা সব সৌন্দর্যের রূপ। সরস্বতীর এক হাতে পুস্তক, আর এক হাতে বীণা। পুস্তক আমাদের অজ্ঞানতা দূর করে, জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে আর বীণা সুরলহরিতে আমাদের মনকে তৃপ্ত করে। এক কথায় তিনি আলোরও দেবী। সরস্বতী আমাদের আলোর পথ প্রদর্শন করেন। সরস্বতী পূজা করে আমরা আলোকিত হবো।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা হয়। এই তিথিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়। বসন্তপঞ্চমীও বলা হয়। সাধারণত বিদ্যার্থীরা বিদ্যা লাভের জন্য সরস্বতী পূজা করে। এ কারণে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পূজার ব্যাপকতা দেখা যায়। পারিবারিকভাবেও এ পূজা হয়।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টিকাল থেকে জগন্নাথ হলে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বলে ধারণা করা যায়। জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত হিন্দু ছাত্র তথা অমুসলমান ছাত্রদের আবাসস্থল। ফলে এই হলে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সরস্বতী পূজা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে জগন্নাথ হলে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পূজাই হতো। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো আবাসিক ছাত্র তার রুমে প্রতিমা এনে পূজা করত। পুরনো লেখা এবং অগ্রজ ছাত্রদের মুখ থেকে শুনেছি জগন্নাথ হলের সাবেক প্রাধ্যক্ষ শহীদ অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ছাত্রদের সঙ্গে একনিষ্ঠ হয়ে পূজায় অংশগ্রহণ করতেন। জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক ইতিহাস বিভাগের শহীদ অধ্যাপক সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য পূজার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করাতেন। পূজা উপলক্ষে সন্ধ্যাবেলায় আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো। হল ও দেশের খ্যাতিমান শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন।

জগন্নাথ হলে সরস্বতী পূজার পূর্ব ঐতিহ্য বর্তমানকাল অবধি অক্ষুণ্ন আছে। তবে বর্তমানে এই পূজা ব্যাপকতায় বহুমাত্রিকতা পেয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধীরে ধীরে একটি পূজার জায়গায় বহু পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হলের কেন্দ্রীয় পূজাটি অবশ্য আছে এবং সেটি অনুষ্ঠিত হয় হলের উপাসনালয়ে।

বর্তমানে প্রতি বছর ৫০ থেকে ৬০টি পূজামণ্ডপে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজার পরের দিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এ বছর ৬০টি পূজামণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে আছে ৫৫টি বিভাগ-ইনস্টিটিউট-অনুষদ, চারটি কর্মচারীদের সন্তান এবং একটি কেন্দ্রের পূজা। চারুকলা অনুষদ প্রতি বছর জগন্নাথ হলের পুকুরে নান্দনিকভাবে সরস্বতী প্রতিমা স্থাপন করে।

জগন্নাথ হলে এখন যে আকারে ও প্রকারে সরস্বতী পূজা হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। কেবল ঢাকা শহরেই নয়, সমগ্র বাংলাদেশে এর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নেই। পূজাকে উপলক্ষ করে শিল্পীসত্তার বিকাশেরও একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে বৈচিত্র্য এসেছে প্রতিমার অবয়বে এবং মণ্ডপের সাজসজ্জায়। সবচেয়ে বড় কথা এবং বড় প্রাপ্তি, এই পূজাকে কেন্দ্র করে কেবল শিক্ষার্থীরাই নয়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব পেশা এবং শিশু-যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাগম হয় এখানে। জগন্নাথ হল পরিণত হয়েছে একটি মিলনমোহনায়। সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে যে অসাম্প্রদায়িক সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন আছে তার লালন এবং জাগরণ হতে পারে জগন্নাথ হলের এই সরস্বতী পূজাকে কেন্দ্র করে।